ভোরের কাগজ

২২/৮/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা · ৪ · কলাম ·· ৩.....

শফিকুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ইসলামপুরে অবস্থিত, কাজী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক, পদার্থ বিদ্যা এবং উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ে প্রভাষক নিয়োগ দানের উদ্দেশ্যে গত ২১ জুন ২০০১ইং তারিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি কর্তৃক বিধি মোতাবেক এক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় যে সকল প্রার্থী প্রথম স্থান অধিকার করেন, তাদের নিয়োগ প্রদান করার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ এবং ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির কাছে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু, কলেজের অধ্যক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির সহযোগিতায় অকৃতকার্য প্রার্থীদের নিয়োগ প্রদান করেন এবং কাগজপত্র দ্রুত মহাপরিচালক ও ব্যানবেইস অফিসে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। যা সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূত কাজ হিসেবে গণ্য হয়। মোটা অংকের নগদ প্রাপ্তিতে এ ঘটনা ঘটেছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ে যে প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, সেই প্রার্থীর যোগ্যতা বিগত সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তার শর্ত পূরণ করে না। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ একের পর এক অবৈধ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষকদের স্বাধীন মতামতকে অগ্রাহ্য করে, কলেজের ম্যানেজিং কমিটির বর্তমান সভাপতির সহযোগিতায়।

কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে কলেজের অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ বর্তমান অধ্যক্ষ দ্বারা নীতিবহির্ভূত কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন। এই বছর ২০০১ সালে এইচএসএসি পরীক্ষায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে বাংলা ২য় পত্রের দিন কলেজের যুক্তি বিদ্যা বিভাগের একজন প্রভাষক বহিষ্কৃত হন। শিক্ষক সভায় তার বিরুদ্ধে বিধিসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ এবং সভাপতি প্রকাশ্যে নকল সরবরাহের সাহসিকতা স্বরূপ সকল শিক্ষকের সম্মুখে ঐ বহিষ্কৃত শিক্ষককে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে পুরস্কার প্রদান করেন। যা শিক্ষকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে।

অথচ জাতীয় পর্যায়ে ২০০১ সালে (কলেজ পর্যায়ে) শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং সভাপতির কাছ থেকে এই ধরনের অবৈধ কার্যক্রমে লিপ্ত থাকা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। একটি বেসরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের যে ধরনের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন, সেই ধরনের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা নেই বর্তমান অধ্যক্ষের।

কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষের এবং সভাপতির এই ধরনের কার্যক্রম এলাকার সকলের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে অবিলম্বে তদন্ত সাপেক্ষে বিষয়টি ফয়সালা করার জন্য মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ইসলামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।